ব্লাক ফাংগাস প্রতিরোধে করণীয় প্রসঙ্গে

১। ভূমিকা : ব্ল্যাক ফাংগাস বা মিউকরমাইকোসিস সম্প্রতি বহুল আলোচিত একটি ছত্রাকজনিত রোগ যা কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীদের মাঝে ছড়িয়ে পড়ছে। বর্তমানে প্রতিবেশী দেশ ভারতে করোনা ভাইরাস আক্রান্ত রোগীদের মধ্যে রোগটি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে, যা অন্ধত্ব ও মৃত্যুঝুঁকি হিসাবে দেখা দিয়েছে। প্রতিবেশী দেশ হওয়ায় আমাদের দেশেও এ রোগ ছড়িয়ে পড়ার আশংকা রয়েছে।

২। ব্ল্যাক ফাংগাস বা মিউকল মাইকেসিস নতুন রোগ নয়। ইতিপূর্বেও এর সংক্রমন হতো তবে তা খুবই বিরল ছিল। এটা কোন ছোঁয়াছে রোগ নয়। অন্ধকার স্যাঁতস্যাতে পরিবেশ, ৩০-৫০ শতাংশ আদ্রতাপ্লবন, নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়া, পঁচনশীল জৈব পদার্থ যেমন, ফল, সবজি, খাবার ইত্যাদি এই ছত্রাক সংক্রমনের অন্যতম কারণ।

৩। মিউকরমাইকোসিস আক্রান্ত স্থানে সাধারণত কালো দাগ তৈরী হয়, আক্রান্ত রোগীর নাক থেকে শ্লেষা মিশ্রিত কালো পদার্থ নিঃসরন হয় এবং দেখতে কালো রং হওয়ার কারণে একে ব্ল্যাক ফাংগাস বলা হয়।

৪। কিভাবে চড়ায় :

ক। অপরিষ্কার অক্সিজেন নল বা টিউব এর মাধ্যমে

খ। কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাস যন্ত্রের মাধ্যমে

গ। অপরিষ্কার ও একই মাস্ক বারবার ব্যবহার এর মাধ্যমে

৫। কাদের ঝুঁকি বেশী :

ক। অনিয়মিত ডায়াবেটিস রোগী

খ। কোভিড- ১৯ এ আক্রান্ত রোগী (সাধারণত ৬ সপ্তাহের মধ্যে সংক্রমনের ঝুঁকি সর্বাধিক)

গ। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দূর্বল এমন ব্যক্তি যারা দীর্ঘ মেয়াদী রোগক্রান্ত হয়ে তাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে গিয়েছে

ঘ। যে সমস্ত রোগী কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাস যন্ত্র বা ভেন্টিলেটর এর সাপোর্টে আছেন

ঙ। যারা ক্যান্সারে আক্রান্ত এবং এর চিকিৎসা গ্রহণ করছেন

চ। যারা স্টেরয়েড এবং ইমিউনোসাপ্রেসিভ মেডিসিন গ্রহণ করছেন

ছ। যাদের অঙ্গ প্রতিস্থাপন করা হয়েছে

৬। লক্ষণ সময় :

ক। নাক

(১) নাক থেকে রক্ত পড়া

(২) লাল ও কালচে দাগ

(৩) নাক দিয়ে তরল দুর্গন্ধযুক্ত পূঁজা বের হওয়া

(৪) নাক বন্ধ হওয়া

(৫) গন্ধের অনুভূতি না থাকা

Scanned with CamScanner

খ। চোখ :

(১) চোখের দৃষ্টি হঠাৎ ঝাপসা হয়ে যাওয়া
(২) দুটো করে জিনিস দেখা (ডাবল ভিশন)
(৩) চোখের চারদিকে লাল বা কালচে দাগ হওয়া
(৪) চক্ষু কোটরে ব্যথা, যন্ত্রনা করা এবং ফুলে যাওয়া
(৫) চোখের পাতা বন্ধ হয়ে যাওয়া

গ। অন্যান্য :

(১) জ্বর, মাথাব্যথা
(২) কাশি
(৩) রক্তবমি
(৪) শ্বাসকষ্ট বুকে ব্যথা মুখ আসাড় হয়ে যাওয়া
(৫) চোয়াল নাড়াতে কষ্ট হওয়া
(৬) ক্ষনিকের জন্য অজ্ঞান হওয়া
(৭) খিচুনি
(৮) দাঁতে ব্যথা ও মাড়ি থেকে রক্ত পড়া

৭। প্রতিরোধ ও চিকিৎসা :

ক। একই মাস্ক বারবার ব্যবহার না করা। প্রয়োজনে ব্যবহৃত মাস্ক ধুয়ে ব্যবহার করা।

খ। ব্যক্তিগত ও পরিবেশগত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করা।

গ। ডায়াবেটিস পূর্ন নিয়ন্ত্রনে রাখা।

ঘ। ষ্টেরয়েড এবং ইমিউনোসাপ্রেসিভ ঔষধ গ্রহণের ব্যাপারে যৌক্তিকতা এবং ঝুঁকি বিবেচনায় রেখে চিকিৎসা করা।

ঙ। অক্সিজেন গ্রহণকারী এবং কৃত্রিম শ্বাস- প্রশ্বাস ব্যবহারকারী রোগীর জন্য জীবানুমুক্ত নল এবং যন্ত্রাংশ ব্যবহার করা এবং হিউমিডিফায়ারে জীবানুমুক্ত পানি ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং প্রতিদিন পানি পরিবর্তন করা।

চ। ঝুঁকিতে থাকা এবং সন্দেহে থাকা রোগীদের জীবানু সংক্রমন প্রতিরোধ করার লক্ষ্যে নাক হতে নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষা করা।

ছ। বেটাডিন মাউথ ওয়াশ দিনে ২ বার ব্যবহার করা যেতে পারে।

জ। প্রয়োজন অনুসারে সিটি স্ক্যান বা এমআরআই এর সহায়তা নেওয়া যেতে পারে।

ঝ। এই সংক্রমনে পোসাকোনাজল ট্যাবলেট এবং এ্যাম্ফোটেরিসিন-বি ইনজেকশন ব্যবহার করা যেতে পারে।

Scanned with CamScanner